

কমলাকান্ত

ইতিহাস মূলক নাটক)

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর বিজয় চন্দ্ মহ্‌তাব
কে, সি, এস, আই ; কে, সি, আই, ই ; আই, ও, এম ;
বিরচিত।

সন ১৩২০ সাল।

বৰ্দ্ধমান রাজবাটী।


বর্দ্ধমানাধিপতির বর্দ্ধমানস্থ রাজভবনাদি
অম্বিকা-কালনাস্থ "প্রতাপমঞ্জিল" রাজভবন

ওঁ

যঃ পিতা স পুনঃ পুত্রো যঃ পুত্রঃ স পুনঃ পিতা ॥

উৎসর্গ

যে মহাযোগী তিতিক্ষার মমত্ব-অবতাররূপে বর্তমান
জ্ঞানসিংহাসনে তত্ত্বগুরু-নরপতি-নামে বিরাজমান
থাকিয়া— পুনঃ আত্মজ্ঞান-দান-রূপে বিন্দু মিশাইয়া
গুরু. নানা কৌতুক কথা ব্যঞ্জনা— নিষ্কাম ভক্তি
দিয়াছেন তাঁহার শুভময় স্মৃতি-পাদ-পদ্মে-অর্পণ.

সমর্পিতাস্তু

শ্রী[illegible]

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র-নিচয়।



কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	প্রসিদ্ধ শাক্ত-সাধক।
মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর	বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি।
মহারাজাধিরাজ-কুমার প্রতাপচন্দ্	তদীয় তনয়।
শ্রীনারায়ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার	জনৈক পণ্ডিত।

জনৈক পারিষদ্, জনৈক আরদলী, সওয়ার ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য



দামোদরের বেলাভূমি।

দূরে কমলাকান্তের পত্নীর ভস্মীভূত চিতা—সম্মুখে
কমলাকান্ত ঊর্দ্ধনেত্রে গাহিতেছেন।



প্রসাদীস্থর—একতালা।

"কালী সব ঘুচালি লেটা।
শ্রীনাথের লিখন, আছে যেমন, রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা।
তোমার যা'রে কৃপা হয়, তা'র সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা,

কমলাকান্ত।

তা'র কটিতে কোপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোটা,
আপনি যেমন, ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা,
দুঃখে রাখ, সুখে রাখ, ক'রবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
জগৎ যুড়ে নাম রটে'ছে কমলাকান্ত কালীর বেটা,
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বর্দ্ধমান রাজভবন।

রাজগৃহ-কক্ষ

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্‌ ও একজন পারিষদ্‌ লাল পক্ষীর ক্রীড়া দেখিতেছেন—জনৈক আরদলীর প্রবেশ।

জ, আ—হুজুর নারায়ণ তেল কলস্‌ আয়া হ্যায়।

ম, তে, চ—আচ্ছা গুদামজাত্‌ করো।

জ, আ—জো হুকুম। (প্রস্থান)

নেপথ্যে চীৎকার—"ওরে গুদামজাত্ করবি কিরে গরীব ব্রাহ্মণের উপর এত অত্যাচার কেন বাবা ?" (রোদন)

পুনরায় আরদলীর প্রবেশ—হুজুর তেল কলস্ রোতা হ্যায়।

ম, তে, চ—(পক্ষিগণ ভীত হইতেছে দেখিয়া রুক্ষস্বরে) বিঙকুফ্ তেল কলস কভি রোনে সক্‌তা, স্যয়েত চো'তা হোগা। আচ্ছা উস্কা তল্লেমে গরম্ লাহ্ দেকর বন্ধ্ করো।

জ, আ—জো হুকুম। (প্রস্থান)

নেপথ্যে—"গরম গালা কিরে, মহারাজ ক্ষেপেছেন নাকি ? এ কি ব্রহ্মহত্যার ব্যবস্থা ? বাপরে মলুমরে" চীৎকার করিতে করিতে রাজকক্ষে অর্দ্ধনগ্নবেশে শ্রীনারায়ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ও তৎ পশ্চাতে প্রতপ্ত বাটিকায় গলিত গালা হস্তে আরদলীর প্রবেশ।

না, চ, ত—মহারাজ, মহারাজ রক্ষা করুন (পতন ও মূর্চ্ছা)

ম, তে, চ—একি, একি, তর্কালঙ্কার মশায় এরূপ-

ভাবে এলেন কেন? (আরদলীর হস্তের দিকে তাকাইয়া সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়া উচ্চহাস্য)।

না, চ, ত—(চেতনা পাইয়া, মহারাজকে হাসিতে দেখিয়া) মহারাজ, আপনি তো বড় বেরসিক। বামুনের ছেলের প্রাণ এখনি বধ হচ্ছিল আর আপনি হেসে খুন হচ্চেন!

ম, তে, চ—তর্কালঙ্কার মশায় এখনও বুঝতে পারেন নাই কি—যে আমার গুণধর আরদলি 'তেলকলস আয়া হ্যায়' বলাতেই যত গোল ঘটেছে।

না, চ, ত—(উচ্চহাস্য করিয়া পরে গম্ভীরস্বরে) তা' না হয় হ'ল কিন্তু আমার যে পিণ্ডদানের যোগাড় হ'য়েছিল তা'র কি? আপনার এর জন্য ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করা উচিত নয় কি?

ম, তে, চ—তর্কালঙ্কার মশায় এবার হতে আপনার বিদাইর পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া

গেল এবং ব্রাহ্মণীর জন্য হাসিয়াওয়ালা জোড়া শাল, কেমন ?

না, চ, ত—(সহাস্য বদনে) যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, মহারাজার জয় হউক (আরদলির দিকে তাকাইয়া) ওরে এবার এলে তেলের কল্‌সী নয়—বল্‌বি 'ঘিয়ের কলসী' এসেছে, বুঝলিরে ?

তৃতীয় দৃশ্য।

গুড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।

কমলাকান্ত শিষ্য বাটী হইতে গুড়ের কলসী লইয়া আসিতেছেন, অকস্মাৎ ঝুপি বন হইতে এক দল দস্যু দ্বারা বেষ্টিত হইলেন, তাহা দেখিয়া গুড়ের কলসীটী নামাইয়া গাহিলেন।

ভৈরবী—একতালা।

আর কিছুই নাই শ্যামা, মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারী
দেখে হ'লাম সাহস ভাঙ্গা ॥

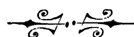
কমলাকান্ত।

জ্ঞাতি, বন্ধু, সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,—
বিপদকালে কেউ কোথায় নাই—
ঘর বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখ, করুণানয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি অনেক ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥”

দস্যুগণ গানে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কমলাকান্তের চরণতলে পড়িয়া ‘জয় মা কালী’ ‘জয় কমলাকান্তের’ এইরূপ জয়ধ্বনিতে মেদিনী কম্পিত করিল।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য



বর্দ্ধমান রাজভবন

রাজকক্ষ

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর থেলো হুকা হস্তে চিন্তায় মগ্ন, জনৈক আরদলীর প্রবেশ।

জ, আ—হুজুর ভট্চাজ্ মশায় আয়েঁ হ্যায়ঁ।

ম, তে, চ—হাঁ আনে দেও

জ, আ—জো হুকুম্ (প্রস্থান ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)।

ক, কা, ভ—মহারাজের জয় হউক।

ম, তে, চ—(সসম্ভ্রমে অভিবাদন করতঃ) আস্থন আস্থন ভট্চাজ্, আজ আমার বড় সৌভাগ্যের দিন যে আপনার দর্শন পেলাম আপনাকে আমার দুই একটি কথা বল্‌বারও আছে আবার যুক্তি কর্‌বারও আছে।

ক, কা, ভ—আজ্ঞা করুন—আমিতো আপনার আশ্রিত, আপনার কৃপাতেই কোটাল হাটে মায়ের সাধনা নির্ব্বিঘ্নে কর্‌ছি। এই সামান্য ব্রাহ্মণের দ্বারা মহারাজার যতটুকু উপকার হতে পারে ব্রাহ্মণ তাতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ম, তে, চ—(হাস্য বদনে) ভট্চাজ্ এ তো তোমার উপযুক্ত কথাই বটে—তা বল্‌ছি, এখন আগে বল দেখি ওড়গাঁয়ে কি কীৰ্ত্তিটাই না কর্‌লে ?

ক, কা, ভ—(হাসিয়া) আজ্ঞে সেতো সেই কেলে বেটীর খেলা। আর হুজুরও ত রোজ রোজ

এই বুড় বয়সে রঙ্গ কর্‌তে ভালবাসেন, আবার অপরকে সঙও সাজান, এই সেদিন তর্কালঙ্কার খুড়াকে কি নাজেহাল্‌ই না করেছিলেন! (উভয়ের হাস্য)।

ম, তে, চ—(গম্ভীর স্বরে) যা'ক; এখন কমলাকান্ত আসল কথা বলি। সঙ্গমরায়ের বংশটা কি আমাতেই শেষ হ'বে?

ক, কা, ভ—(চমকিয়া) সে কি মহারাজ! আপনার এমন উপযুক্ত ছেলে প্রতাপ র'য়েছে, যাকে আমি সহোদরের অপেক্ষা ভালবাসি—তিনি থাকতে আপনার এসব খেদ বা আশঙ্কার কারণ কি?

ম, তে, চ—(ঈষৎ বিরক্তভাবে) খেদের কারণটা কি একেবারে তোমার অজানা ভট্‌চাজ্‌! না; অবশ্যই জান। প্রতাপ যেরূপ ব্যাভিচার করে তা'তে সে যে ধীরে ধীরে আত্মহত্যায় ব্রতী হ'তে বসেছে তা কি তুমি জান না? তা'র এত

বিবেক, তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি থাকা সত্বেও তার নিজের দেহের উপর অত্যাচারের বিরাম কৈ? ভেবেছিলাম তোমার সহিত সহবাসে তা'র দেব গুরু আদিতে ভক্তি বৃদ্ধি হ'বে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সংশোধন ঘট্‌বে। কিন্তু সংশোধন দূরের কথা এখন তো শুনি সুরার মাত্রা বরং বেড়েছে, কমে নাই—আগে বিলাসের জন্য, শ্রম নিবারণের জন্য সুরাপান কর্‌তো, আর আজকাল তোমার নিকট ভণ্ডামী শিখে 'কারণ' পান ক'রতে শিখেছে।

ক, কা, ভ—(রাগান্বিতহইয়া বাধা দিয়া) মহারাজ সাবধান, সাধকের সাধনাকে ভণ্ডামী বল্‌বার আপনারও অধিকার নাই। প্রতাপ আমার সোদর-প্রতিম তাই তার অমঙ্গল আমার মুখ দিয়ে বেরুবেনা কিন্তু আপনি এই সোনার পুতলি পুত্রের মর্য্যাদা না বুঝ্‌তে পেরে আমার মনে যে কষ্ট দিলেন এর ফল আপনাকে পেতে হবে!

ম, তে চ,—(শান্তভাবে স্মের হাস্য হাসিয়া) কমলাকান্ত! আমি দেখ্‌ছি তোমার এখনও অনেক ঘাটে জল খেতে বাকী। তুমি এই কয়টা কথায় এত বড় সাধক হ'য়ে অধীর হয়ে পড়লে? আমি তোমাকে ত ভণ্ড বলি নাই! আমার রাগ, বাবাজী সুরা পান করেন করুন, কিন্তু তা' বলে জগদম্বার নামে এ তামসিকতার এ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া কেন? পাপ কর্‌বো, তা কি দেবতার নামে আড়ালি আর দোহাই দিয়া? এই কি ক্ষত্রিয়ের কাজ? তুমি না হয় সাধক, তোমার পক্ষে যাহা 'কারণ' সাধারণের পক্ষেও তাহাই কি সম্ভবে? প্রতাপকে তোমার নিকট আমি যেতে দিয়াছিলাম চরিত্র শোধন জন্য, সদ্গতি জন্য, না সুরাপান প্রবৃত্তির একটা নূতন রাস্তা বাহির কর্‌বার জন্য? য'াক্ ওসব ললাট-লিখন আর যা'বে কোথা? বৃদ্ধ তেজচন্দ্‌ তা'র কর্ত্তব্য বেশ বোঝে, তবে

আজ চোখের বান্ধন আরও খুলে গেল, আজ বেশ বুঝ্‌লাম সঙ্গমরায়ের রক্তের শেষ প্রতাপচন্দে হবে না তেজচন্দে হ'বে। পুত্র পিতার অন্তেষ্টী করে থাকে এ ক্ষেত্রে পিতা পুত্রের কর্‌বে (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) তা ক্ষতি নাই, আমি ভবিতব্য খানা দর্পণের ন্যায় দেখ্‌ছি, আমি প্রস্তুত। কমলাকান্ত, তোমরা সাধক, কিন্তু, আমাদের অপেক্ষা অনেক নীচু সিংহাসনাধিকারী। তোমরা নিজে মুক্ত হ'য়ে যেতে পার্‌লেই বাঁচ, তোমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ আপনার গতির জন্যই ব্যস্ত, আর আমরা যোগ-ভ্রষ্ট যোগী হয়ে নিজের লক্ষ্যপথ পলকে পলকে দেখ্‌তে পেয়েও এই ধর্ম্মের সংসার রক্ষার জন্য, এই একটা রাজ্যের নাম দিয়া সেই বিশ্বেশ্বরেরই লক্ষজীবের দুঃখ তাপ বিমোচন জন্য তাঁর মহাভাণ্ডার হতে মুক্ত হস্তে দিতে এসেছি। তাঁর উদ্দেশ্য সাধন জন্য নিজ মুক্তি

করতল গত হলেও পিঞ্জরাবদ্ধ থাকি। কোন্-টায় সুখ বেশী, বা যাতনা বেশী—বল দেখি কমলাকান্ত ?

ক, কা, ভ—(করজোড়ে, লজ্জিত বিনীত ও গদ্‌গদ্ স্বরে) মহারাজ ধন্য আপনি, আপনি যথার্থই তেজশ্চন্দ্র, আপনাকে এতদিন চিন্‌তে পারি নাই্ তজ্জন্য ক্ষমা করুন। উঃ আপনি কত উচ্চে আছেন।

ম, তে, চ—(কমলাকান্তকে নিজ পার্শ্বে টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে) কমলাকান্ত ক্ষমা তো সঙ্গে সঙ্গেই হ'য়েছে এখন যা বল্‌ছি মন দিয়া শোন। আজ তিন দিন প্রতি রাত্রেই আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে দেখ্‌ছি, তাঁর মুখে কখন গাল ভরা হাসি আবার কখন মুখখানা বিষণ্ণতায় ও মলিনতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর মুখে একই কথা, "তেজ ! তো'তেই আমার বংশের

শেষ হ'ল, আমার তপস্যা করাটা তোর সহ্য হ'ল না! আমাকে আবার রাজা করাতে চাস্? তা বেশ, ছেলেটাকে তোর তাহ'লে ধুনিটা জাগিয়ে রাখবার জন্য পাঠিয়ে দে" (বলিতে বলিতে মহারাজা শিহরিয়া উঠিলেন)।

ক, কা, ভ—(চীৎকার করিয়া) বলেন কি মহারাজ, একি, একি সর্ব্বনেশে কথা! এর অর্থটা ভেবেছেন কি? আমিও আজ কয়েকদিন ভাই প্রতাপের সম্বন্ধে কতকগুলি অমঙ্গলজনক স্বপ্ন দেখ্ছি। মহারাজ আমি রাগ মুখে যা' বলেছি ক্ষমা করুন।

ম, তে, চ—কমলাকান্ত তুমি জিজ্ঞাসা কর্ছিলে আমার স্বপ্নের অর্থ কি? বলি শোন। আমি তাহা বেশ বুঝেছি, ভেবেছি ও ভেবে রেখেছি। তবে কি জান, (সজল নয়নে) পুত্রশোকটা নিতে কে চায়? (গম্ভীর স্বরে) এইটি জেন, বর্দ্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ সঙ্গমরায় আর

মহারাজাধিরাজ তিলক চন্দ্‌ এক, ভিন্ন নহেন। তাঁর বংশলোপ হবে দেখে সেই মহাপুরুষকে নিজের যোগ ত্যাগ করে' আবার এই রাজবংশ রক্ষার্থে জন্মগ্রহণ কর্‌বার জন্য বিধাতার আদেশ হয়েছে। কোথায় জন্মাবেন তা আমি এখনও বুঝি নাই তবে মনে মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে। সে যা হ'ক আজ এস। কোন্ হ্যায়, লাল চিড়িয়া ল্যানে বোলো (নেপথ্যে জো হুকুম)।

ক, কা, ভ—(বিস্মিত নেত্রে তেজ চন্দের দিকে তাকাইতে তাকাইতে) 'জয়স্তু' (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



রাজপথ পার্শ্বস্থ শৌণ্ডিকালয় ।

জনৈক মদ্যপ টলিতে টলিতে গাহিতে গাহিতে যাইতেছে

রামপ্রসাদীসুর—

মন্‌রে কলির প্রেম জান না ।
জান্‌লে পরে যে'তে তরে', মিটে যে'ত সব বাসনা ॥
এতে দিলে প্রাণে বেড়া, ফসল ওরে ঝাঁটার মুড়া,
মুখপুড়ীরা বিষম ফাঁড়া, তা'দের কাছে যম ঘেঁসে না ॥



তৃতীয় দৃশ্য।



কমলাকান্তের কালীমন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ পঞ্চমুণ্ডী

মন্দিরের দ্বার খোলা ; পঞ্চমুণ্ডীর উপর আসন পাতিয়া মন্দিরের দিকে তাকাইয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া কমলাকান্ত গাহিতেছেন।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

"সদানন্দময়ি কালি !
মহাকালের মনমোহিনী, গো মা !
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ,
আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা !
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ?
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে বলি,
তুমি যেমনি রাখ, তেমনি থাকি
যেমন বলাও, তেমনি বলি।

কমলাকান্ত।

অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশি ধরে' অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম—দুটই খেলি ॥"

যোগে শূন্যে উত্থান।

মহারাজাধিরাজকুমার প্রতাপচন্দ্রের প্রবেশ ও কমলাকান্তকে ঐ ভাবে দেখিয়া ক্ষণেক নীরবে দাঁড়াইয়া পরে কালী মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া জানু পাতিয়া গীত।

ঝিঁঝিঁট—কীর্ত্তন সুর।

প্রাণে প্রাণে প্রাণে মাগো কেন সদা এসনা ?
তানে তানে তানে দেগো সাধনার মূর্চ্ছনা ॥
ধ্যানে ধ্যানে ধ্যানে তুমি প্রেমময়ী ললনা।
জ্ঞানে জ্ঞানে জ্ঞানে তুমি মায়াময়ী ছলনা ॥

(গীতান্তে ধ্যানে মগ্ন হইলেন)

কমলাকান্ত শূন্য হইতে অবতরণ মতে ধ্যানান্তে প্রতাপচন্দ্রের পৃষ্ঠভাগে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রতাপচন্দ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তাঁহার গলবেষ্টন করতঃ সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

ক, কা, ভ—কি ভাই্ প্রতাপ এসেছ ?

প্র, চ—হ্যাঁ। ভাই—মায়ের মন্দিরে শেষ দর্শন করতে এলাম।

ক, কা, ভ—(চমকিয়া) শেষ দর্শন কি ভাই ? এই তো মহারাজা তোমার উপর সমগ্র রাজ কার্য্যের ভার দিয়েছেন। সকলের মুখেই তোমার ন্যায় বিচারের, তীক্ষ্ণ রাজবুদ্ধির যশো ঘোষণা আর তুমি মায়ের মন্দিরে বিদায় নিতে এসেছ ? এ কি অকল্যাণের কথা কও !

প্র, চ—(অর্দ্ধ মৃদু অর্দ্ধ কর্কশ-স্বরে) কমলাকান্ত, দাদা তোমার মুখে এ কথা সাজে না। তুমি প্রাণে জান্‌ছ এক, মুখে বল্‌ছ আর। আমি রাজা হ'ব না জানতাম্ কিন্তু আমার চিরবৈরী পরাণ চন্দের ঘরেই্ যে বর্দ্ধমানের ভাবী অধীশ্বর জন্মাবে কে জেনেছিল।

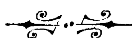
ক, কা, ভ—(উৎকণ্ঠা সহকারে) কি ! কি ! কি বল্লে ! পরাণ বাবুর কি অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান

জন্মেছে ? এবং সে কি পুত্র সন্তান হয়েছে ? উঃ এতক্ষণে সব বেশ দেখ্‌ছি (মাথায় হাত দিয়া বসা)।

প্র, চ—(হাস্ত বদনে) পিতামহ বুঝি আর জন্মাবার স্থান খুঁজে পান নাই, তাই পরাণেটার কপাল উজল কর্‌তে এলেন ! ধন্য মহামায়া ! ধন্য তুমি ! আর কেন ? পিতামহের ঝুলিটি ত সহজ ঝুলি নয় যে চেড়া চামুণ্ডার দ্বারা রক্ষা হবে। ভাই আমি আজ অম্বিকা যাত্রা কর্‌ছি, আজ প্রতিপদ, আগামী অমাবস্যার দিন নিশির তৃতীয় যামে এই তনু ত্যাগ কর্‌বো, সেই সময় একবার দেখা দিও (কমলাকান্তের গলবেষ্টন, ও নিজ চিবুকে হস্ত রাখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান। কমলাকান্ত নীরবে প্রতাপচন্দের প্রস্থান দেখিয়া কালী-মন্দিরের সম্মুখে আছাড় খাইয়া)—মা মা, এ কি কর্‌লি (উঠিয়া) ধন্য বৈষ্ণবযোগী তেজচন্দ্‌ আর ধন্য সাধকবর প্রতাপচন্দ্‌ তোমাদের এই তেজেই বৰ্দ্ধমান রাজ আজও জাজ্বল্যমান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

অম্বিকা রাজবাটী

প্রতাপ মঞ্জিল।

প্রতাপচন্দের শয়নকক্ষ, প্রতাপচন্দ্ নির্জ্জনে

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত—

প্র, চ—(স্বগত) মা, আজ চল্লাম। সর্ব্বনাশী তোকে ডেকে তোর সাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে মদ্যপায়ী নাম লয়ে মর্তে চল্লাম। দুনিয়া জান্বে প্রতাপচন্দ্ যৌবনের অধিক ব্যয়ের মূল্য দিচ্চে কিন্তু আমি বুঝ্বো, কমলাকান্ত বুঝ্বে, আর তুই সর্ব্বনাশী বুঝ্বি প্রতাপ যাচ্ছে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূরণ জন্য। প্রতাপের মুখের গ্রাস তুইই

কেড়ে নিয়ে অপরকে দিবি। তাতে দুঃখ কি? যে এক জীবনে কীর্ত্তিচন্দ্ দেহে নিজ বাহুবলে বর্‌দা চেতুয়া পর্গণা কাঁপিয়েছিল, যে, বিষ্ণুপুর আর চন্দ্রকোণার মাটিকে তরবারির তীক্ষ্ণধারে একদিন পিতৃহন্তাগণের দণ্ডার্থে চষে দিয়েছিল, সে মরণকে ভয় পাবে? পিতামহ, তুমি আবার রাজা হবে, তা হও। কিন্তু এবার নূতন করে' তোমায় সংসার পাত্‌তে হবে। তোমায় আর কি অভিশাপ দেব, তবে এই দিই—তুমি এসেছ বটে কিন্তু এজন্মে তোমার নিজরক্ত রক্ষা হবে না। সঙ্গম রায় আবার রাজত্ব কর্‌বে বটে কিন্তু প্রতাপচন্দেই আপাতঃ তাহার আদি রক্তের শেষ। এখন তো তুমি এসেছ, বেশ করেছ; যতবার সাধ এস! কিন্তু কোনবারেই রাজ-অন্তঃপুরে রাজকুমার হয়ে জন্মান তোমার ললাটে লেখা নাই। দীন বেশে লাহোরে জন্ম, মিত্র সেনের ঔরসে জন্ম, কিন্তু রাজপুত্র হ'য়ে

জন্মাও নাই, জন্মাবেও না। এবারেও যেমন পরের দুয়ার দিয়ে এসেছ, অপর জন্মেও সেই গতি। আর যে দিন, যে জন্মে, তোমার নূতন শরীরে, নূতন ভাবে, বংশ পত্তনের পালা, সেইবারে প্রতাপেরও পালা, ইহা যেন মনে থাকে। ততদিন পর্য্যন্ত আমি যোগমগ্ন থাক্‌বো ও তোমার যোগাসন সযত্নে রক্ষা কর্‌বো। কিন্তু তারপর প্রতাপ নিজের মনের সাধ মেটাবে। সেইবার তুমি জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তে, তোমাকে ধুনি জাগাতে পাঠাবো। আজ তোমার জন্য যা মুখে দিতে গিয়ে ফেলে চল্‌লাম, তা তখন তোমার মুখ থেকে নিয়ে গ্রাস কর্‌বো—কেমন পিতামহ ? (বিকট হাস্য)।

পিতা তুমি মরণকালেও একবার দেখা দিলে না ? এত বড় জ্ঞানী, এত বড় কর্ম্মী হয়েও প্রতাপের মর্ম্ম বুঝ্‌লে না ? তুমি গুরু, তোমাকে অভিসম্পাত দিতে পারি না তবে দিব্যচক্ষে

কমলাকান্ত।

বেশ দেখ্‌ছি পিতৃদেব, অন্তিমে তোমার অনেক কষ্ট ভোগ। যৌবনের অবিবেকে তোমার পূর্ব্বপুরুষের বিজয়-ধ্বজা, কীর্ত্তিচন্দের অসি-বিজিত চেতুয়া বরদা তো হারায়েইছ, আবার ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় পুত্রের মৃত্যুর পর পুত্রের ছায়ার সহিতও যুঝ্‌তে হবে। (নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে কমলাকান্তের প্রবেশ) কি ভাই কমল এসেছ? তুমি একবার মাথার কাছে ব’স, আমি মাকে ডেকে নিই, তারপর ভাই আমাকে তীরস্থ কর; আর অতি অল্প সময় বাকী।

(কমলাকান্তের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে গাহিলেন)

কীর্ত্তন সুর—

বারে বারে বারে বারে এত দুঃখ দিও না।
পারে পারে পারে পারে মোরে ফেলে যেও না॥
তারে তারে তারে তারে বাজ তারা বাজনা।
সারে সারে সারে সারে দিতে মাগো ভুল না॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

---o---

বৰ্দ্ধমান রাজভবন।

রাজকক্ষ।

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ নির্জ্জনে লাল পক্ষীর ক্রীড়া দেখিতেছেন, দ্রুতপদে একজন সওয়ারের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ।

স,—হুজুর হুজুর, ছোটা মহারাজ এন্ত্কাল কিয়েঁ (রোদন)

ম, তে, চ—(রুদ্ধস্বরে) খবরদার, লাল ঘব্ড়াবেগা

(সওয়ারের মহারাজার দিকে বিস্ময় নেত্রে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান)

তেজচন্দ্ সজল নয়নে বালিসে মাথা রাখিলেন।

ম, তে, চ—(স্বগত) পদ্মলোচন! হৃদকমলে ত রয়েছে কিন্তু নয়নকমল আজ হরণ কর্‌লে কেন নাথ! (রোদন) স্বাধীন সামন্তরাজ হ'তে নবস্থাপিত ইংরাজ রাজত্বের অধীনতা তো

ঘাড়পেতে স্বীকার করেছি। বিলাস বিভ্রমে যতই ধনক্ষয় করে থাকি না কেন আমা হ'তেইত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তরের বিস্তার। ভগবান ! তোমার ধনাগারকে তো পূর্ণ রেখেছি কিন্তু আমার পর ভাণ্ডারী কে হ'বে? পিতা এসেছেন বটে পরাণের পুত্ররূপে তিনি অবতীর্ণ। তিনি আমার পুত্ররূপে আবার রাজত্ব কর্‌বেন কিন্তু ভগবান! সঙ্গম রায়ের শেষ বংশধর প্রতাপের শরীরের রক্ত কি এতই দূষিত হয়েছিল প্রভু, যে তাকে সরিয়ে আবার নূতন সৃজন, নূতন গঠনের আবশ্যকতা? সে কি পরম শাক্ত বলে এ বৈষ্ণব রাজ্যে স্থান পেলে না? না না, তোমার রাজ্য তো বিশাল সুতরাং তোমার স্থাপিত এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তো আস্‌তে পারে না। প্রতাপ, প্রতাপ, বাপ আমার, তুই গেলি, যা, আমি আর ক'দিন। আশীর্ব্বাদ

করি, তুই আবার একদিন এসে সব সাধ মিটাবি, এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবি, আর আমি যেন আর না আসি, আর যদি আসি, তো যেন অল্প দিনের জন্য এসে, হেসে, খেলে, তোর জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে জন্মের মত চলে যাই বাপ্ ! (রোদন)

পটক্ষেপণ।



চতুর্থ অঙ্ক।



প্রথম ও শেষ দৃশ্য।

কমলাকান্তের মন্দিরের পার্শ্বের প্রাঙ্গন।

কমলাকান্ত মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া গান গাহিতেছেন।

সিন্ধু—পোস্তা।

"মজিল মনভ্রমরা কালীপদ-নীল-কমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
দ্যাখ সুখ হলো দুঃখ সমান আনন্দসাগর উথলে।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
দ্যাখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধানমত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥"

যষ্টি হস্তে জনৈক আরদলী সহ ধীরে ধীরে মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ বাহাদুরের প্রবেশ ও কমলাকান্তের শিরোদেশে গমন করতঃ সম্বোধন।

ম, তে, চ—কি ভট্চাজ, তুমিও ত চল্লে। কেবল এই বুড়োটা পড়ে রইল। তোমার কি গঙ্গাতীরে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে? তাহ'লে বল, আমি এখনি তা'র ব্যবস্থা করি।

(কমলাকান্ত ইঙ্গিত করিয়া মহারাজকে বসিতে বলিলেন, মহারাজ বসিলেন, কমলাকান্ত বক্ষে কর ধরিয়া শ্রীমন্দিরের দিকে তাকাইয়া গাহিলেন।)

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ ল'ব"

(কমলাকান্তের মৃত্যু)

যবনিকা পতন।

Published by
Gurudas Chatterjee
201 Cornwallis Street
CALCUTTA.

Printed by
K. V. SEYNE
AT THE
SEYNE PRESS
OF
MESSRS K. V. SEYNE & BROS.
60 Mirzapur Street
CALCUTTA.